

নতুন পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্পেকট্রাম

রাশেদ মেহেদী



থোফাইল

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'যে শিক্ষায় আনন্দ নেই, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ'। আর বিশ্ববিখ্যাত প্রাবন্ধিক এলএজি স্ট্রংয়ের মতে, 'পাঠ এবং পাঠদানে আনন্দ চাই। না হলে সমগ্র পাঠ প্রক্রিয়াই সারা জীবনের জন্য একজন শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর এবং তীতিকর হয়ে উঠতে পারে।' তবে মণীষীদের এসব লেখালেখি, উক্তির পরও আমাদের দেশে পাঠদান প্রক্রিয়া রয়ে গেছে সেই সনাতনী ধাঁচে। ধর্মকের সূরে, প্রায় অনুভূতিহীন ভাষায় শিক্ষক ক্লাসে পাঠদান করছেন আর ভীর্ণ চোখে শিক্ষার্থীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে সেই পাঠগ্রহণ করতে। বিশেষত কিন্ডারগার্টেন বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে একেবারে প্রে-গ্রুপ থেকেই ব্যাগ ভর্তি বই, গাদা গাদা হোম টাস্ক, শিক্ষকের কড়া শাসন, স্কুলগুলোর অপরিহার্য ক্লাসরুম, গাদাগাদি পরিবেশ, সব মিলিয়ে তীতিকর এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুরা তাদের শিক্ষা জীবন শুরু করে। এছাড়া অভিভাবকদের ঘাড়ে মাটা অংকের টাকার বোঝা তো আছেই।

শিক্ষার এই অসহনীয় পরিবেশের বিপরীতে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া শুরু করার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। ধানমন্ডি ব্লক ৯/এ, সড়কে অবস্থিত এই স্কুলটির উপরিসর ক্লাস রুম, পরিচ্ছন্ন, নিরিবিলি পরিবেশ, স্কুল ক্যাম্পাস যে কাউকে আকৃষ্ট করবে। আর স্কুলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানন্দদায়ক পরিবেশে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান। এ নতুন পদ্ধতির ফলে শিক্ষা প্রসারও কমে আসছে দুবছর।

সনাতন পদ্ধতিতে একজন শিক্ষক ক্লাস রুমে পাঠদান করেন, আর শিক্ষার্থীরা তা শুনে রঙ করার চেষ্টা করে। এখানে শিক্ষকই ক্লাসে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সাধারণত আমাদের দেশে শিক্ষার্থীরা থাকে প্যাসিভ লার্নার'। কিন্তু স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ট্রান্স বিশ্বে সসে তাল মিলিয়ে চালু হয়েছে নতুন পদ্ধতি, সেখানে শিক্ষার্থীরা অ্যাক্টিভ লার্নার'। এখানে শিক্ষার্থীরা নেজেরাই ক্লাসে পড়ে এবং যে যেখানে না বোঝে সেখানে শিক্ষক তার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে দেন। ক্লাসে, বাস্তব জ্ঞানের মাধ্যমে হাতে কলমে অংক শেখানো, ইংরেজিতে চর্চা বলা শেখানোর জন্য অডিও, ভিডিও ক্যাসেট ও দর্শী-বিদেশী সচিত্র বইয়ের ব্যবহার, শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে ধরে তোলে আনন্দময়। যেমন একটি ক্লাসে, বাচ্চারা পড়ু শব্দে গানের সুরে সুরে, আলো-আঁধারি পরিবেশে বাচ্চা

অডিও ক্যাসেট, মাথার উপরে কৃত্রিম বাগান তৈরি করা হয়েছে পরিবেশকে আরও আনন্দদায়ক করার জন্য। ক্লাসে শিক্ষিকারাও হাততালি দিয়ে সুর মিলিয়ে বাচ্চাদের সাথে পড়ছেন। বাচ্চারা পড়তে পড়তে শিক্ষিকার কোলে গিয়ে উঠছে। শিক্ষিকা তাকে বুকে জড়িয়ে আদর করছেন, বাচ্চাটার মতই আধো-আধো-কণ্ঠে কথা বলছেন, যেন শিশুটি তার মায়ের কাছেই আছে।

শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অ্যাক্টিভ লার্নার করার পাশাপাশি নতুন পদ্ধতিতে স্পেকট্রাম শিক্ষার সময়সীমাও কমিয়ে এনেছে দুবছর। সাধারণত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনগুলোতে প্রে গ্রুপ থেকে কেজি টু পর্যন্ত চার বছর সময় লাগে। কিন্তু স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে সময় লাগে মাত্র দুবছর। এ স্কুলে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এ দুবছরকে। প্রথম বছরকে বলা হয় এলিমেন্ট্রি

এর নাম ছিল প্রুইং বাউস প্রিপেইটরি স্কুল ১৯৯৬ সালে নতুন আসিকে স্কুলটি যাত্রা শুরু করার পর এর নাম হয় স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করার পর সোয়াহেল আক্তার-পান্না শিক্ষকতা পেশা নিয়োজিত হন। বিদেশের মাটিতে, জেদা দূতাবাস স্কুলে প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিন বছর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে নিবির্ পর্যবেক্ষণের পর ১৯৮৯ সালে দেশের মাটিতে প্রথম এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। বর্তমানে তার সাথে ৩০ জন শিক্ষকের টিম অত্যন্ত যত্নের সাথে তিন আসি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করছে। ঢাকার অসং কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে স্বতন্ত্র স্পেকট্রাম।

স্কুল নিয়ে আলোচনা হল সোয়াহেল আক্তার পান্নার সাথে তিনি বলেন, 'শিক্ষাদান পদ্ধতির বিষয়টি গতিময় বিশ্বজুড়ে এর উপর চলছে গবেষণা এবং বেরিয়ে আসা নতুন পদ্ধতি। কিন্তু আমাদের দেশে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা হলেও বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পদ্ধতি গতানুগতিক।'



বামে - স্কুলের এক ব্লক উচছল শিক্ষার্থী। ডানে - স্পেকট্রাম-এর অধ্যক্ষ সোয়াহেল আক্তার পান্না

ওয়ান ও দ্বিতীয় বছরকে বলা হয় এলিমেন্ট্রি টু। এ দু বছরে বাচ্চাদের গঠনমূলক শিক্ষা দেয়া হয়। ফলে বাচ্চারা বিনা চাপে চার বছরের কোর্স দুবছরে শেষ করে। এ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অক্ষরজ্ঞান ছাড়াই শিক্ষাদান। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেখা ও বলা এবং স্টোরি কনসেপ্ট। এ পদ্ধতিতে দু বছরে একটি শিশু পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও রয়স উপযোগী যেন বই পড়তে ও মনের কথা লেখায় প্রকাশ করতে শেখে এবং অল্প সময়ে অংক ও বিজ্ঞান পাঠ ও ইংরেজি বলতে শেখে শুদ্ধভাবে সেভাবে শিক্ষা দেয়া হয়।

জানা গেল, বিদেশে শিক্ষকতা করেছেন এমন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদেদের প্রচেষ্টায় এই ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। নাম সোয়াহেল আক্তার পান্না। ১৯৮৯ সালে তিনি এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন

তিনি জানালেন, 'সীমিত সম্পদ আর সাধারণ মনে স্পেকট্রামের শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিকায়নের জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' বর্তমানে স্কুলটির গা দশম শ্রেণী পর্যন্ত। ভবিষ্যতে স্কুলটিকে এইচএসসি ইংলি মিডিয়াম কলেজে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে।

শুধু শিক্ষাদান নয়, এই স্কুলে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাও চলে যত্নের সাথে। সোয়াহেল- আক্তার পান্না এ প্রসঙ্গে জানালেন, 'বিশেষ করে বিতর্ক প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।

১৯৯৯ সালে বিটিভির স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা স্পেকট্রাম দল বিজয়ী হয়। এছাড়া প্রতিবছর বিজ্ঞান মেলা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি আছে বাহ্যিক শিক্ষা সফর ও বনভোজনের আয়োজন।'

১৯৯৯ সালে বিটিভির স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা স্পেকট্রাম দল বিজয়ী হয়। এছাড়া প্রতিবছর বিজ্ঞান মেলা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি আছে বাহ্যিক শিক্ষা সফর ও বনভোজনের আয়োজন।'